যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ ভর্তি পরীক্ষাকে ইতিপূর্বে আমি আমার অনেক লেখায় 'অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষা' বলে অভিহিত করেছি। কারণ এ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে। এ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে তাদের অভিভাবককেও। এর ফলে তাদের শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। একবার ভাবুন তো, দিনাজপুর থেকে এক দরিদ্র কৃষকের ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে। নিম্নমানের হোটেলে কোনো সিট নেই। ঢাকায় তার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। মসজিদের বারান্দায় রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তাকে আবার আরেক বিভাগে যেতে হচ্ছে। সেখানে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরীক্ষা দেবে। কারণ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়েই যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে, সে নিশ্চয়তা নেই। এ ক্ষেত্রে মেয়ে পরীক্ষার্থীর ভোগান্তি আরও বেশি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে ভর্তি পরীক্ষার দিন-তারিখ নির্ধারণ করে না। এ কারণে এ বছর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদালয়ের ভর্তি পরীক্ষা একই সময়ে পড়েছে।

সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটু সহানুভূতিশীল হলে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এ অবর্ণনীয় ভর্তি বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিতে পারত। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জেলায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয়ের পরীক্ষা একসঙ্গে না হতে পারলেও অনুষদভিত্তিক সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিলেও শিক্ষার্থীরা কয়েকদিনে নিজ জেলায় অবস্থান করে একসঙ্গে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারত। তাদের দেশব্যাপী ছোটাছুটি করতে হতো না। শারীরিক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি কমে যেত। গরিব শিক্ষার্থীদের সস্তা হোটেলে সিট না পেয়ে মসজিদে মশার কামড় খেয়ে রাত কাটাতে হতো না।

কিন্তু না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিতে চায় না। দেশবাসী কষ্ট পেলে তাতে তারা কিছু মনে করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি পরীক্ষাকে বাড়তি আয়ের উৎস ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। ভর্তি ফরমের দাম বাড়িয়ে কত টাকা করা যায়, কত বেশি ফরম বিক্রি হবে, কত টাকা আয় হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে কত টাকা জমা পড়বে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পকেটে কত টাকা যাবে— ক্যালকুলেটরে এসব হিসাব কষতে তাদের ভালো লাগে। সারা দেশের মানুষের কষ্ট লাঘবের চিন্তা করার যেন তাদের কোনো দায় নেই। তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার চিন্তাভাবনা যে কোনো সময় আলোচিত হয়নি, এমন নয়। বেশ কয়েক বছর আগে ইউজিসিতে এ ব্যাপারে ভিসিদের নিয়ে বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একজন ভাইস চ্যান্সেলরও নাকি ওই বৈঠকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে অবস্থান নেননি। কারণ ভাইস চ্যান্সেলররা 'বর্ণদলীয়' রাজনীতি করে পদ পান। তারা দলের এবং দলের বাইরের সব শিক্ষকদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন। তারা জানেন, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকরা কত টাকা আয় করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কত আয় করে। তিনি যদি সেই আয় বন্ধ করতে উদ্যোগ নেন, তাহলে তার জনপ্রিয়তা কমে যাবে। শিক্ষক সমাজে তিনি সমালোচিত হবেন। আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নির্বাচনে দাঁড়ালে তিনি শিক্ষকদের সমর্থন পাবেন না। সে কারণে হয়তো কোনো ভিসিই সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সমর্থন করেননি।

অন্যদিকে ইউজিসি সরকারি নির্দেশনা ছাড়া এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ ইউজিসির চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা দলীয় বিবেচনায় সরকারের কৃপাধন্য হয়ে পদে আসেন। ভিসিরাও নিযুক্ত হন 'বর্ণদলীয়' পরিচয় নিয়ে ও সরকারের কাছে তদবির করে। কাজেই ইউজিসি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা একই বর্ণদলীয়। এদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার কথা নয়। সে কারণে ইউজিসিও ভিসিদের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য চাপ দেয় না। বর্ণে বর্ণে মিল থাকায় ইউজিসি কর্তৃপক্ষ এবং ভিসিদের মধ্যে মতের অমিল হয় না। আচ্ছা বুঝলাম, ভিসিরা না হয় তাদের গদি রাখতে এবং শিক্ষকদের সমর্থন পেতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সমর্থন করছেন না। মানলাম, ইউজিসিও ভিসিদের অখুশি করে বিষয়টিতে মনোযোগ দিচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়? সরকার? সরকার তো গণতান্ত্রিক। সরকারকে তো দেশবাসীর দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে হবে। সরকার কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ওপর সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করতে চাপ সৃষ্টি করছে না? সরকারও কি জনগণের সুখ-সুবিধার তোয়াক্কা করছে না? সরকারের সমালোচকরা বলেন, জনগণের সমর্থন ছাড়াই যদি নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায়, তাহলে সরকার জনগণের তোয়াক্কা করবে কেন? তা ছাড়া যে লাখ লাখ অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে কষ্ট ভোগ করছেন, তারা যেহেতু সংগঠিত হয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছেন না, সে কারণে সরকারও তাদের কষ্ট দিয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষাকে আয়ের উৎস হিসেবে চালু রাখতে সহায়তা করছে। অথচ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করলে যে দেশবাসী সরকারের ওপর কত খুশি হতেন এবং সরকারের জনপ্রিয়তা কতটা বাড়ত, সে কথা সরকার ভেবে দেখছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় হল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। এরা যদি দেশের মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় উপেক্ষা করে কেবল নিজের আর্থিক উপার্জনের চিন্তায় প্রভাবিত হন, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা ছাত্রদের নীতিকথা বলেন, দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখান, লেখাপড়া শিখে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য কাজ করতে উপদেশ দেন। অথচ এ শিক্ষকরাই নিজেদের কিছু বাড়তি উপার্জনের জন্য দেশবাসীকে কষ্ট দেয়া অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষা সমর্থন করে বছরের পর বছর তা জিইয়ে রাখছেন। এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন না। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মানের জায়গাটি দুর্বল করে ফেলছেন।

উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরা ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইনে প্রদত্ত স্বাধীনতা ইচ্ছামতো ভোগ করছেন। কিন্তু তারা প্রত্যাশিত দায়িত্বশীলতার জায়গায় দুর্বল ভূমিকা পালন করে সমালোচিত হচ্ছেন। তারপর আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষা জিইয়ে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতা উপেক্ষা করে নিজেদের অবস্থানকে করেছেন বিতর্কিত। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও নতুন পে-স্কেলে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত হয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে ন্যায্য আন্দোলন করেছিলেন। একইভাবে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে বিবেকতাড়িত হয়ে তারা সম্মিলিতভাবে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর পক্ষে আওয়াজ তুললে দেশবাসীর কাছে তাদের সম্মান অনেক বাড়ত। ব্যতিক্রম হিসেবে দু-একজন এ বিষয়ে কথা বললেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিগুলো নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ বিষয়ে নীরবতা পালন করছে। 'বর্ণদলীয়' রাজনীতি করা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেতারা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পঙ্কিল বর্ণ রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বিবেক বলি দিয়েছেন।

চলমান ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুক্রবারে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করায় শিক্ষার্থীদের চলমান একাডেমিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু অন্য বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কারণে প্রায় এক থেকে দেড় সপ্তাহ ক্লাস বন্ধ থাকছে। এ ছাড়া ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলো, বিশেষ করে সরকারি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন এ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের কাছ থেকে নানা কৌশলে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ফন্দি-ফিকির করে। এ নিয়ে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নিজ দলে ভেড়াতে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে জোরালো তৎপরতা চালায়। পরীক্ষা শুরুর আগে এবং পরীক্ষা শেষে স্লোগান দিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাগত জানানো রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ভর্তি পরীক্ষাকেন্দ্রিক ব্যাপক প্রস্তুতির কারণে পরীক্ষা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬ সালের ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আইনশৃংখলাবিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে আমি ভর্তি পরীক্ষাকে কেন 'ভর্তিযুদ্ধ' বলা হয়, সে বিষয়টি বুঝতে পারি। কারণ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার এসপি মহোদয়, চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণের পুলিশ কর্মকর্তারা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, হাটহাজারী উপজেলা ও পাঁচলাইশ থানার পুলিশ কর্মকর্তারা, হাটহাজারী উপজেলার ইউএনও, রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ট্রাফিক পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী, র‍্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা। এরাসহ আরও অনেকে ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নির্বিঘ্নভাবে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়। অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহজেই দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার মতো একটি পরীক্ষা না হলেও অনুষদভিত্তিক সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জেলা শহরে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারত। তাদের শারীরিক শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি কমে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ও একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর চাপ পড়ত না। আর লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেড়ে যেত। তা না করে সামান্য আর্থিক উপার্জনের জন্য জিইয়ে রাখা চলমান অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। দেশবাসী, ভর্তি পরীক্ষার্থী এবং কষ্ট পাওয়া অভিভাবকদের কাছে ভূলুণ্ঠিত করেছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সম্মানিত শিক্ষকদের ভাবমর্যাদা।

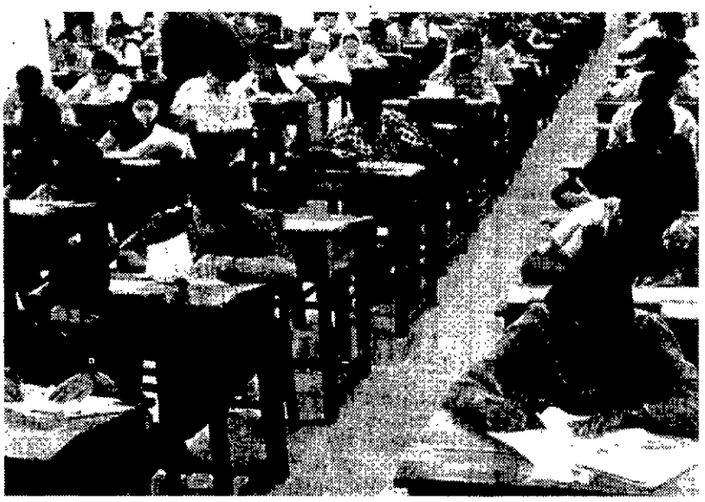

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নির্বিঘ্নভাবে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়। অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহজেই দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার মতো একটি পরীক্ষা না হলেও অনুষদভিত্তিক সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জেলা শহরে সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারত। তাদের শারীরিক শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি কমে যেত।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com